কবিতার মূলভাব হলো বাংলার প্রকৃতির প্রতি কবির গভীর ভালোবাসা ও তীব্র আকর্ষণ, যা তাঁকে মৃত্যুর পরেও বারবার এই বাংলায় ফিরিয়ে আনবে। কবি মনে করেন, মানুষের রূপ না হলেও তিনি শঙ্খচিল, শালিক, বা হাঁস হয়ে নদী-নালা, শস্যখেতের এই দেশে ফিরে আসবেন, কারণ প্রকৃতির এই রূপই তাঁকে মুগ্ধ করে।

কবিতাটির মূলভাব ও মূল বিষয়বস্তু:

- **জন্মভূমির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা:** কবি বাংলার নিসর্গ (প্রকৃতি) কে এতটা ভালোবাসেন যে, তিনি মৃত্যুর পরেও এই বাংলাতেই ফিরে আসতে চান, অন্য কোনো দেশে বা রাজপ্রাসাদে নয়।
- **বাংলার প্রকৃতির রূপ:** কবি বাংলার সাধারণ রূপ, যেমন—নদী, মাঠ, শস্যখেত, ধবল বক, হাঁস, শঙ্খচিল, কিংবা সন্ধ্যার শান্ত পরিবেশের মধ্যে বাংলার আসল সৌন্দর্য খুঁজে পেয়েছেন।
- **পুনর্জন্মের আকাঙ্ক্ষা:** কবি হিন্দুধর্মের পুনর্জন্ম তত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে, বাংলার কোনো এক পশুপাখি বা সাধারণ মানুষ হিসেবেই পুনরায় জন্ম নেওয়ার কথা বলেছেন।
- **সাধারণের প্রতি টান:** মানুষের রূপ ছাড়াও তিনি শালিক, শঙ্খচিল, সাদা বক, বা ডাহুক—এমনকি কলমীর গন্ধভরা জলে ভেসে থাকা হাঁস হয়েও এই বাংলার বুক চিরে ফিরে আসতে চান।
- **অব্যয় সৌন্দর্য:** সন্ধ্যার বাতাসে ভেসে আসা বা বাতায়নে ক্লান্ত ডানা মেলে শঙ্খচিল হয়ে ফেরার মাধ্যমে কবি বাংলার প্রকৃতির সাথে মিশে থাকতে চেয়েছেন।

মূলত, 'আবার আসিব ফিরে' কবিতায় কবি জীবনানন্দ দাশ বাংলার প্রকৃতির রূপের প্রতি তাঁর অমোঘ আকর্ষণ এবং জন্মভূমির প্রতি অকৃত্রিম প্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন।

কবি জীবনানন্দ দাশের জন্ম বাংলাদেশে। তিনি নিজের জন্মভূমির নিসর্গ সৌন্দর্যে বিভাের। তিনি তাঁর সমগ্র সত্তা, সমগ্র চেতনা ও সমগ্র ব্যক্তিবাােধের সমন্বয় খুঁজেছেন এই বাংলায়। অত্যন্ত গভীর ও অন্তর্লীন তাঁর সন্ধান। পাঠ্য কবিতায় এক চিত্ররূপময় বাংলার সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়েছে। কবির ব্যক্তিসত্তার অভিনব প্রকাশ ঘটেছে এই কবিতায়।।

কবির জন্ম ধানসিঁড়ি নদীর তীরে বরিশাল শহরে। তিনি মৃত্যুর পরেও বারে বারে ফিরে আসতে চান এই বাংলায়। মানুষ হয়ে ফিরে না-এলেও অন্য কোনও প্রাণীর রূপে বা অন্য কোনও ভাবে। তাই তিনি বলেন শঙ্খচিল বা শালিখের বেশে আসবেন। কার্তিকের নবান্নের দেশ এই বাংলাদেশে কুয়াশায় ভেসে ভেসে কাঁঠাল ছায়ায় আসবেন ভাােরের কাক হয়ে। হয়তাে বা আসবেন হাঁস হয়ে। বাংলার নদী,

মাঠ, ক্ষেত ভালোবেসে জলঙ্গি নদীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলা সবুজ ডাঙায় কবি ফিরে। আসতে চান হয়তা◌ো কোনও সুদর্শন হয়ে বা শিমূল ডালে বসে থাকা লক্ষ্মীপ্যাচা বা কোনও ধবল বকের বেশে। কবির বিশ্বাস জন্ম-জন্মান্তর ধরে তাকে এসবের

ভিডিও দেখতে পাওয়া যাবে।

আবার আসিব ফিরে

আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে- এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়- হয়তো বা শংখচিল শালিখের বেশে,
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল ছায়ায়।
হয়তো বা হাঁস হব- কিশোরীর- ঘুঙুর রহিবে লাল পায়
সারাদিন কেটে যাবে কলমীর গন্ধভরা জলে ভেসে ভেসে।
আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালোবেসে
জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এই সবুজ করুণ ডাঙ্গায়।

হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে।
হয়তো শুনিবে এক লক্ষ্মীপেঁচা ডাকিতেছে শিমূলের ডালে।
হয়তো খইয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে।
রূপসার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক সাদা ছেঁড়া পালে
ডিঙ্গা বায়; রাঙ্গা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে
দেখিবে ধবল বক; আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভীড়ে।

– জীবনানন্দ দাশ

আবার আসিব ফিরে' কবিতাটি কবির 'রূপসী বাংলা' কাব্য থেকে নেয়া হয়েছে। কবি এই কবিতায় ব্যক্ত করেছেন যে, তিনি নিজের দেশকে খুবই ভালোবাসেন। প্রিয় জন্মভূমির তুচ্ছ জিনিসগুলো তাঁর দৃষ্টিতে সুন্দর হয়ে ধরা পড়েছে। কবি মনে করেন, তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর দেশের সঙ্গে মমতার বাঁধন ছিন্ন হবে না। তিনি বাংলার নদী, মাঠ, ফসলের ক্ষেতকে ভালোবেসে শঙ্খচিল বা শালিকের বেশে এদেশে ফিরে আসবেন। আবার কখনো বা ভোরের কাক হয়ে কুয়াশায় মিশে যাবেন। এমনও হতে পারে,

তিনি হাঁস হয়ে সারাদিন কলমির গন্ধে ভরা বিলের জলে ভেসে বেড়াবেন। এমনকি দিনের শেষে যে সাদা বকের দল মেঘের কোল ঘেঁষে নীড়ে ফিরে আসে তাদের মাঝেও কবিকে খুঁজে পাওয়া যাবে। এভাবে তিনি বাংলাদেশের রূপময় প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যাবেন।

জীবনানন্দ দাশকে বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলা হয়। তিনি পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশের) বরিশাল শহরে ১৮৯৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সত্যানন্দ দাশ এবং মাতার নাম কুসুম কুমারী দেবী। তিনি ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজি সাহিত্যে এম . এ. পাশ করেন। ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় এবং তিনি বিভিন্ন সময়ে কলকাতার সিতি কলেজে, দিল্লী রামজশ কলেজে, বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে, খড়গপুর কলেজে, বরিষা কলেজে ও হাওড়া কলেজে অধ্যাপনা করেন। এক সময়ে তিনি সাংবাদিকতার পেশাও অবলম্বন করেছিলেন। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় বাংলাদেশের প্রকৃতির বিচিত্র রং ও রূপের প্রকাশ ঘটেছে। অনেক অজানা গাছ, পশুপাখি ও লতাপাতা তাঁর কবিতায় নতুন পরিচয়ে ধরা পড়েছে। প্রকৃতিপ্রেমিক এই কবি প্রকৃতি থেকেই তাঁর কবিতার রূপরস সংগ্রহ করেছেন। কবিতা ছাড়াও তিনি গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

আধুনিক কবিদের মধ্যে তিনি ছিলেন স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। তাঁর কবিতায় যেমন ইতিহাস চেতনা, বিপন্ন মানবতার ব্যথায় বিষণ্ণতা ও নিঃসঙ্গতা আছে, তেমনি আছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ-রস-গন্ধের উপলব্ধি এবং জগতের প্রকৃতি ও মানুষের প্রতি গভীর প্রেম। জীবনানন্দ দাশ অল্প বয়সেই কাব্যচর্চা শুরু করেন। তবে তাঁর প্রথম কবিয়া 'আবাহন' প্রকাশিত হয় ১৯১৯ সালে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম 'ঝরাপালক'। তাঁর রচিত 'বনলতা সেন' আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য। তাঁর রচিত অন্যান্য কাব্যের মধ্যে 'রূপসী বাংলা', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'সাতটি

তারার তিমির', ও 'মহাপৃথিবী' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৪ সালের ২২ অক্টোবর তাঁর এক ট্রাম দুর্ঘটনায় তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

প্রঃ 'আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে ' - কবি পুনরায় জন্মগ্রহণ করে কাদের ভিড়ে ফিরে আসতে চান? বর্ণনা করো।

উত্তরঃ কবি জীবনানন্দ দাশ বাংলার নদী -মাঠ-খেতকে মনেপ্রাণে ভালোবেসেছেন। তাই তিনি যে - কোন রূপে এই বাংলার বুকে ফিরে আসতে চেয়েছেন। মানুষ রূপে না হলেও অ ন্য কোন রূপে কবি এই বাংলার বুকে ফিরে আসতে চান পরজন্মে। তিনি বলেছেন ধানসিঁড়ি নদীর তীরে নিজ গ্রামে একদিন ফিরে আসবেন শঙ্খচিল বা শালিক রূপে। হয়তো বা কলমির গন্ধে ভরা পুকুরের নির্মল জলে হাঁস হয়ে সাঁতার কাটবেন। হয়তো বা সন্ধ্যার আকাশে সুদর্শন হয়ে উড়বেন। শিমুলের ডা লে বসে ডাকতে থাকা কোন এক লক্ষ্মীপেঁচা হয়েও ফিরে আসতে পারেন। আবার উঠোনের ঘাসে বসে ধান ছড়াতে থাকা কোন এক শিশু রূপে ফিরে আসতে পারেন। রূপসার ঘোলা জলে সাদা ছেড়া পাল তোলা ডিঙা বাইতে থাকা কোন এক কিশোরের বেশেও তিনি এই বাংলায় ফিরে আসতে পারেন। হয়তো বা সন্ধ্যায় রাঙা মেঘ সাঁতরে নীড়ে ফিরে আসা একঝাক সাদা বকের মধ্যে তাকে দেখা যেতে পারে। তাই কবি বলেছেন পরজন্মে তাকে এদের ভিড়েই খোঁজে পাওয়া যাবে।

প্রঃ 'আবার আসিব ফিরে' কবিতাটির সারাংশ সংক্ষেপে ব্যক্ত করো।

উত্তরঃ কবি জীবনানন্দ দাশ বাংলার মাটি , নদী, প্রকৃতি ও মানুষকে গভীরভাবে ভালোবেসেছেন। তাই জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী কবি আবার এই বাংলায় ফিরে আসতে চান। তিনি ধানসিঁড়ি নদীর তীরে কোথাও তিনি জন্ম নিতে চান। হয়তো তিনি মনুষ্যরূপে জন্ম নাও নিতে পারেন , তবে শঙ্খচিল, শালিক বা ভোরের কাক হয়েও জন্ম নিতে পারেন। কার্তিক মাসে ফসল ঘরে তোলার পর বাংলার ঘরে ঘরে শুরু হয় নবান্ন উৎসব। মেতে ওঠা এই নবান্ন উৎসবে কুয়াশায় কবি ভেসে আসবেন একদিন কাঁঠাল ছায়ায়। হয়তো বা হাঁস হবেন। সারাদিন তাঁর কেটে যাবে কলমির

গন্ধ ভরা বাংলার খাল - বিলের জলের উপর ভেসে ভেসে। কবি বাংলার নদী, মাঠ, ক্ষেতকে এতো গভীরভাবে ভালোবাসেন যে তিনি বলছেন তিনি হয়তো বাংলার মাঠে , ঘাটে, ক্ষেতে, জলাঙ্গীর ডাঙায় কোন প্রাণীর মধ্যে মিশে থাকতে পারেন। হয়তো তিনি হতে পারেন শিমুল গাছের ডালে বসে ডাকতে থাকা এক লক্ষ্মীপেঁচা। আবার তাকে দেখা যেতে পারে উঠোনের ঘাসে ধান ছড়াতে থাকা এক শিশুর মধ্যে কিংবা রূপসা ন্দীর ঘোলা জলে সা দা ছেড়া পাল তুলে ডিঙা বাইতে থাকা কোন এক কিশোরের মধ্যে। তিনি ফিরে আসতে পারেন রাঙা মেঘের ভেতর দিয়ে সন্ধ্যার আকাশে নীড়ে ফিরে আসা কোন সদা বকের প্রতিচ্ছবির মধ্যে। পরজন্মে এদের সবার ভিড়ে কবি নিজেকে ফিরে পেতে চান। কবির এ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে কবিতায় ফুটে উঠেছে।

প্রঃ 'আবার আসিব ফিরে' কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা ব্যাখ্যা করো।

উত্তরঃ কবি বাংলার নিসর্গ সৌন্দর্যে বিভোর। তিনি জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। পরজন্মে তিনি এই বাংলার বুকেই জন্মগ্রহণ করতে চান। হয়তো বা তিনি মানুষ না হয়েও জন্মাতে পারেন। বাংলার প্রকৃতির পটে বিচরণশীল পশু , পাখি ও মানুষের ভিড়ে কোন না কোন রূপে থাকবেনই। তিনি ফিরে আসবেন ধানসিঁড়ি নদীর তীরে , হয়তো শঙ্খচিল বা শালিকের বেশে। কবির ধারণা তিনি তিনি হয়তো ভোরের কাক , হয়তো বা সাদা বক হয়ে জন্ম নিয়ে ফিরে আসবেন। অথবা শিমুল গাছের ডালে বসে ডাকতে থাকা কোন লক্ষ্মীপেঁচা হয়ে আসবেন। তিনি হয়তো হাঁস হয়ে কলমির গন্ধভরা বাংলার খাল বিলের জলের উপর ভেসে সারাদিন কাটিয়ে দিতে পারেন। আবার তিনি থাকতে পারেন উঠোনের ঘাসে ধান ছড়াতে থাকা কোন এক শিশুর মধ্যে কিংবা থাকতে পারেন রূপসা নদীর ঘোলা জলে সাদা ছেড়া পাল তুলে ডিঙা বাইতে থাকা কোন এক কিশোরের মধ্যে। তিনি ফিরে আসতে পারেন রাঙা মেঘ সাঁতরে সন্ধ্যার আকাশে নীড়ে ফিরে আসা কোন ধবল বকের প্রতিচ্ছবির মধ্যে। কবি পরজন্মে এদের ভিড়ে আবার নিজেকে ফিরে পেতে চান। কবির এ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে তাঁর কবিতায় ফুটে উঠেছে। তাই আলোচ্য কবিতার নামকরণ 'আবার আসিব ফিরে' সার্থক হয়েছে।

প্রঃ ব্যাখ্যা লেখো - 'ভোরের কাক হয়ে এই নবান্নের দেশে।'

উত্তরঃ আলোচ্য উদ্‌ধৃতাংশটি কবি জীবনানন্দ দাশের লেখা 'আবার আসিব ফিরে' শীর্ষক কবিতা থেকে গৃহীত হয়েছে।

কবি গ্রাম বাংলার অনন্ত সৌন্দর্যে বিভোর। এই বাংলার বুকে তিনি মানুষ রূপে না হলেও অন্য যে কোন কালে যে কোন রূপে ফিরে আসতে চেয়েছেন। তিনি বলছেন যে তিনি হয়তো ভোরের কাক হয়ে ফিরে আসবেন। এখানে নবান্নের দেশ বলতে বাংলাদেশের কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশে কার্তিক মাসের শেষে শালিধান কেটে ঘরে তোলার পর গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে নবান্ন উৎসব পালিত হয়। তাই কবি বাংলাকে 'নবান্নের দেশ' বলেছেন এবং পরজন্মে তিনি এই নবান্নের দেশে ভোরের কাক হয়ে ফিরে আসতে চেয়েছেন।

প্রঃ ব্যাখ্যা লেখো - 'বাংলার নদী, মাঠ, খেত ভালোবেসে।'

উত্তরঃ আলোচ্য উদ্‌ধৃতাংশটি কবি জীবনানন্দ দাশের লেখা 'আবার আসিব ফিরে' শীর্ষক কবিতা থেকে গৃহীত হয়েছে। উদ্‌ধৃত অংশে কবির মনের সমস্ত বাসনা , সমস্ত অনুভূতি গ্রাম বাংলাকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে।

কবি জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। তিনি পরজন্মে তাঁর জন্মভূমি রূপসী বাংলার বুকে ফিরে আসতে চান। কারণ বাংলার নদী, মাঠ, খেত সবকিছুকে তিনি গভীরভাবে ভালোবাসেন। বাংলার চিরন্তন রূপ দেখে তাঁর আশা মেটে না। তিনি বারবার বাংলার নিসর্গ সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করতে চান। বাংলার নদী - মাঠ - খেতের সঙ্গে কবির গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক।

প্রঃ ব্যাখ্যা লেখো - 'আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে'।

উত্তরঃ আলোচ্য উদ্‌ধৃতাংশটি কবি জীবনানন্দ দাশের লেখা 'আবার আসিব ফিরে' শীর্ষক কবিতা থেকে গৃহীত হয়েছে। কবি যে কোন রূপে বাংলার বুকে ফিরে আসতে চেয়েছেন।

'আবার আসিব ফিরে ' কবিতায় কবি জীবনানন্দ দাশ বলছেন যে তিনি মানুষের রূপে না হলেও অন্য যে কোন রূপে এই বাংলায় পুনরায় ফিরে আসতে চান। তিনি ফিরে আসতে চান ধানসিঁড়ি নদীর তীরে শঙ্খচিল বা শালিকের বেশে। কুয়াশার ভোরের কাক হয়ে ফিরে আসতে চান। হয়তো বা তিনি কলমির গন্ধে ভরা পুকুরে সারাদিন সাঁতার কেটে ভেসে বেড়ানো হাঁস হয়ে ফিরে আসবেন। সন্ধ্যার আকাশে তিনি সুদর্শন হয়ে উড়বেন। শিমুলের ডালে কোন এক লক্ষ্মীপেঁচা হয়ে ডাকতে পারেন। আবার সাদা পালতোলা ডিঙা বাইতে থাকা কিশোরের মধ্যেও কবিকে দেখা যেতে পারে। এদের ভিড়ে আমরা অবশ্যই কবিকে খোঁজে পাবো বলে কবির দৃঢ় বিশ্বাস।

প্রঃ 'আবার আসিব ফিরে ' কবিতায় কবি কোথায় এবং কেন ফিরে আসতে চেয়েছেন?

উত্তরঃ কবি জীবননান্দ দাশ বাংলার মাটি , ঘাট, নদী, প্রকৃতি ও মানুষকে গভীরভাবে ভালোবেসেছেন। তাই জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী কবি আবার এ ই বাংলায় ফিরে আসতে চান। তিনি ধানসিঁড়ি নদীর তীরে কোথাও জন্ম নিতে চান। হয়তো তিনি মনুষ্য রূপে জন্ম নাও নিতে পারেন , তবে শঙ্খচিল, শালিক বা ভোরের কাক হয়েও জন্ম নিতে পারেন। কার্তিক মাসে ফসল ঘরে তোলার পর বাংলার ঘরে ঘরে শুরু হয় নবান্ন উৎসব। মেতে উঠা এই নবান্ন উৎসবে কুয়াশায় কবি ভেসে আসবেন একদিন কাঠাল ছায়ায়। হয়তো বা হাঁস হবেন। সারাদিন তাঁর কেটে যাবে কলমির গন্ধ ভরা বাংলার খাল -বিলের জলের উপর ভেসে ভেসে। তিনি বাংলার নদে - মাঠ - খেতকে গভীরভাবে ভালোবাসেন। তাই কবি হয়তো বাংলার মাঠে, ঘাটে, খেতে, জলাঙ্গীর ডাঙায় কোন প্রাণীর মধ্যে মিশে থাকতে পারেন। হয়তো তিনি হতে পারেন শিমুল গাছের ডালে বসে ডাকতে থাকে এক লক্ষ্মীপেঁচা। আবার তাকে দেখা যেতে পারে উঠোনের ঘাসে ধান ছড়াতে থাকা এক শিশুর মধ্যে কিংবা রূপসা নদীর ঘোলা জলে সাদা ছেড়া পাল তোলে ডিঙা বাইতে থাকা কোন এক কিশোরের মধ্যে। তিনি ফিরে আসতে পা রেন রাঙা মেঘের ভেতর দিয়ে সন্ধ্যার আকাশে নীড়ে ফিরে আসা কোন সাদা বকের প্রতিচ্ছবির মধ্যে। পরজন্মে এদের সবার

ভিড়ে কবি নিজেকে ফিরে পেতে চান। কবির এ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে কবিতায় ফুটে উঠেছে।